

লক্ষণের শক্তিশেল

প্রথম দৃশ্য । রামের শিবির

রাম। কাল রাত্তিরে আমি একটা চমৎকার স্বপ্ন দেখেছি। দেখলুম কি, রাবণ ব্যাটা একটা লম্বা তালগাছে চড়ছে। চড়তে চড়তে হঠাৎ পা পিছলে একেবারে—পপাত চ, মমার চ!

জাম্বুবান। তবে হয়তো রাবণ ব্যাটা সত্যি সত্যিই মরেছে—রাজস্বপ্ন মিথ্যা হয় না। সকলে। হয় না, হবে না—হতে পারে না।

রাম। আমি হনুমানকে বললুম, 'ষা, ব্যাটাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আস।' হনুমান এসে বললে কি, 'ফেলবারও দরকার হল না—সে একেবারে মরে গেছে।' সকলে। বাঃ বাঃ!—একদম মরে গেছে—ব্যস। আর চাই কি, খুব ফর্দতি কর!

[বাইরে গোলমাল]

ঐ দেখ রাবণের রথ দেখা যাচ্ছে—দেখেছিস? ঐটা রাবণ, ঐ যে লাঠি কাঁধে—সকলে। সে কি! রাবণ ব্যাটা তবু মরেনি—ব্যাটার জান্ তো খুব কড়া! জাম্বুবান। এই হনুমান ব্যাটাই তো মাটি কললে—তখন রাবণকে সমুদ্রে ফেলে দিলেই গোল চুকে যেত—না, ব্যাটা আবার বিদ্যে জাহির করতে গেছে—'এক্কেবারে মরে গেছে'—

বিভীষণ। চোর পালালে বৃন্দ্বি বাড়ে—

[দৃশ্যের প্রবেশ]

সকলে। কি হে, খবর কি?

দূত। আজ্ঞে, আমি এইমাত্র আসছি—

লক্ষ্মণ। ব্যস! মস্ত খবর দিয়েছ আর কি!

জাম্বুবান। এইমাত্র আসছ? তোপ ফেলতে হবে?

রাম। আজ কি ঘটল না ঘটল সব ভালো করে গুঁছিয়ে বল।

দূত। আজ্ঞে, আমি ছান টান করেই পুঁইশাক চর্চাড়ি আর কুমড়ো ছেঁচকি দিয়ে চাটি ভাত খেয়েই অমনি বোরিয়েছি—অবিশ্যি আজকে পাঁজিতে কুম্ভান্ড ভক্ষণ নিষেধ লিখেছিল, কিন্তু কি হল জানেন? আমার কুমড়োটা পচে যাচ্ছিল কিনা—

সকলে। বাজে বকিসনে—কাজের কথা বল।

দূত। হ্যাঁ—হ্যাঁ—খেয়ে উঠেই ঘণ্টা দু-তিন জিরিয়ে সেখানে গিয়ে দৌখ খুব ঢাক-ঢোল বাজছে—খ্যা র্যা র্যা র্যা র্যা—খ্যা র্যা র্যা র্যা—খ্যার্যা—

Want to Download More Books

Go to <http://doridro.com>

সকলে। মার—ব্যাটাকে মার—ব্যাটার কান কেটে দে!
জাম্বুবান। ব্যাটার ধারার্যার্যা—চলেছে যেন রেকারিং ডেসিমাল!
সুগ্রীব। ব্যাটা, তুই ভালো করে ধারাবাহিকরূপে আদ্যোপান্ত পর্যায়পরম্পরা
বলবি কি না?

রাম। তারপরে কি হল শুননি—ততঃ কিম্?

দূত। (গান) আসিছে রাবণ বাজে ঢল ঢোল,
মহা ধুমধাম মহা হট্টগোল।

সকলে। ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্?

দূত। শঙ্খ হুলাহুলি সানাই নিঃস্বন
কর্তাল ঝঙ্কার অশ্রের ঝনন।

সকলে। ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্?

দূত। লাখো লাখো সৈন্য চলে সাথে সাথে
উড়িছে পতাকা সমুখে পশ্চাতে!

সকলে। ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্?

দূত। বীর দর্পে সবে করে কোলাহল
মহা আশ্ফালনে কাঁপে ধরাতল।

সকলে। ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্?

দূত। তাহাদের রত্ন দাপটের চোটে
ভয়ে প্রাণ উড়ে পিলে চমকে ওঠে।

সকলে। ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্?

দূত। আজি দুর্দিনে নাহি কারো রক্ষা।
দলে বলে সবে পাবি আজি অক্ষা।

জাম্বুবান। চোপরাও বেয়াদব! মদ্য সামলে কথা বলিস।

রাম। তুমি রাবণকে দেখেছ, এখান থেকে কত দূরে?

দূত। আজ্ঞে, এখেন থেকে প্রায় পাঁচ ঘণ্টার রাস্তা।

সকলে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—পাঁচ ঘণ্টা, না পঁচিশ ঘণ্টা!

দূত। আজ্ঞে একটু দূর হাঁটলে পোয়া ঘণ্টা হতে পারে।

জাম্বুবান। তুমি কি করে আসিছিলে? হামাগুড়ি দিয়ে?

রাম। কোন্‌দিকে আসিছিল, বল ত?

দূত। আজ্ঞে, তা তো জিজ্ঞেস করিনি!

সকলে। ব্যাটা! তুমি আছ কোন কর্মে?

রাম। তাড়াতাড়ি আসিছিল, না আস্তে আস্তে?

দূত। আজ্ঞে, তাড়াতাড়ি—আজ্ঞে, আস্তে। আজ্ঞে—সেটা ঠিক ঠাণ্ডর করে দেখিনি!

সকলে। এটা কোথাকার অপদার্থ রে? দে, ওটাকে তাড়িয়ে দে।

বিভীষণ। (জাম্বুবানের প্রতি) মন্ত্রীমশাই! একটা কথা শুনুন! কানে কানে বলব—

জাম্বুবান। উঃ—দুঃ! বনমানুষ কোথাকার! তোর দাড়িতে ভারি গন্ধ! শুনব না—

দূত। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

বিভীষণ। ব্যাটা হাসিছিস কেন রে বেয়াদব? [প্রহার ও অর্ধচন্দ্র]

সুগ্রীব। ওরে, কে কোথায় আছিস? আমার গদাটা নিয়ে আয় ত।

সকলে। কেন? গদা কেন?

সুগ্রীব। রাবণকে ঠ্যাণ্ডাব!

[হনুমানের প্রবেশ]

হনুমান। রাবণ বোধহয় আসছে!

সকলে। যা—যা, ব্যাটা এতক্ষণে এক বাসি সংবাদ নিয়ে এসেছে!

সুগ্রীব। চল হে লক্ষ্মণ, আমরা যুদ্ধ করি গিয়ে— [সকলের উত্থান ও প্রস্থান]

[হাঁত সমান্তোয় লক্ষ্মণের শক্তিশেলীভায়েস্যা কাব্যস্য প্রথমো সর্গঃ]

শ্বিতীয় দৃশ্য । রণস্থল

[সুগ্রীবের প্রবেশ]

সুগ্রীব। (ভয়ে ভয়ে) কেউ নেই ত? [পাদচারণা]

[বিভীষণের প্রবেশ]

বিভীষণ। দেখ, হাঁটছে দেখ—বাঁদুরে বৃষ্টি কিনা!—দুঃ! যুদ্ধ করতে এসেছি
ওমনি করে হাঁটলে লোকে বাঙাল বলবে যে!—এমনি করে হাঁট। [নন্দনা প্রদর্শন]

সুগ্রীব। রেখে দেও তোমার ভড়ৎ! আমাদের দেশে ওরকম হাড়িগলের মতো ক
হাঁটে না।

বিভীষণ। তোদের দেশে আবার হাঁটতে জানে নাকি? আচ্ছা মানুষ ত!

সুগ্রীব। মানুষ বললে কেন হে? খামকা গালি দিচ্ছ কেন?

[নেপথ্যে] জাম্বুবান। ওরে তোরা পালিয়ে আয়, রাবণ আসছে।

বিভীষণ ও সুগ্রীব। অ্যাঁ—কি?

[গান]

যদি রাবণের ঘৃষি লাগে গায়—
তবে তুই মরে যাবি—তবে তুই ম—রে—যা—বি

ওরে, পালিয়ে যারে পালিয়ে যা

তা না হলে মরে যাবি—

লগ্নুড়ের গুঁতো খেয়ে হঠাৎ একদিন মরে যাবি।

বিভীষণ। ওরে আমার মনে পড়েছে—একটা বস্তু জরুরী কাজ বাকি আছে—সেটা
চট করে সেরে আসিছি। [প্রস্থান]

সুগ্রীব। এইবার বোধহয় রাবণ আসবে—আজ একটা কিছুর হয়ে যাবে—ইসপার নয়
উসপার—

[রাবণের প্রবেশ]

সুগ্রীব। [গান] তবেরে রাবণ ব্যাটা
তোর মূখে মারব ব্যাটা
তোরে এখন রাখবে কেটা
এবার তোরে বাঁচায় কেটা বল্।

(তোর) মূখের দুপাটি দলত
ভাঙিয়া করিব অলত
তোর এখন হবে প্রাণালত
আয়রে ব্যাটা যমের বাড়ি চল্ ॥

রাবণ। [গান] ওরে পাষণ্ড, তোর ও মূন্ড খন্ড খন্ড করিব।
যত অস্থি হাড়, হবে চুরমার, এমনি আছাড় মারিব ॥
ব্যাটা গুলিখোর বৃদ্ধি নেই তোর নেহাত তুই চ্যাংড়া।
আয় তবে আয় যশ্টির ঘায় করিব তোরে ল্যাংড়া ॥

সুগ্রীব। রেখে দে তোর গলাবাজি
ওরে ব্যাটা ছুঁচো পাজি
অন্তিম সময়ে আজি
ইশ্টদেবে কররে নমস্কার।
তুইরে পাষণ্ড ঘোর
পাঞ্জায় পিড়িলি মোর
উদ্ধার না দেখি তোর
মোর হাতে না পাবি নিস্তার ॥

রাবণ। ওরে বেয়াদব কহিলে যে সব
ক্ষমা যোগ্য নহে কখন
তার প্রতিশোধ পাবিরে নির্বোধ
পাঠাব শমন সদন ॥ [প্রহার]

সুগ্রীব। ওরে বাবা ইকী লাঠি
গেল বৃদ্ধি মাথা ফাটি
নিরেট গদা ইকী সর্বনেশে!
কাজ নেইরে খুঁচা খুঁচি
ছেড়ে দে ভাই কেঁদে বাঁচি
সাধের প্রাণটি হারাব কি শেষে? [সুগ্রীবের পলায়ন]

রাবণ। ছি, ছি, ছি—এত গর্ব করে, এত আশ্ফালন করে, শেষটায় চম্পট দিলি? শেম্!
শেম্!!

[লক্ষ্মণের প্রবেশ]

রাবণ। [গান] আমার সহিত লড়াই করিতে
আগ্রহ দেখি যে নিতান্ত
বুঝেছি এবার ওরে দুরাচার
ডেকেছে তোরে কৃতান্ত
আমি পালোয়ান স্যাণ্ডে সমান
তুই ব্যাটা তার জানিস কি?
কোথায় লাগে বা কুরো পাট কিন
কুণ্ডল রৌজেদ্ ভৈনিস্কি?
এই যে অস্ত দেখিছ পশ্ট
শোভিছে আমার হস্তে
ইহারই প্রভাবে যমালয়ে যাবে
বানর কুল সমস্তে।
অযোধ্যার লোকে ষোন্ধ্যা হয়েছে
শুনে মরি আমি হাসিয়া
(আজি) দেখাব শক্তি রাখিব কীর্ত
দলে বলে সবে নাশিয়া ॥

লক্ষ্মণ। [লাঠি চালাইয়া] হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ—হর্ হর্ হর্ হর্—মার, মার, মার,
মার, মার—কাট্ কাট্ কাট্ কাট্ কাট্ কাট্— [শক্তিশেলাহত]

লক্ষ্মণ। হা হতোস্মি! [পতন ও মূর্ছা। রাবণ কর্তৃক লক্ষ্মণের পকেট লুণ্ঠন]

[হনুমানের প্রবেশ]

হনুমান। অ্যাঁ! কি হচ্ছে—দেখে ফেলিছি!

[রাবণের পলায়ন। অন্যান্য বানরগণের আগমন]

বানরগণ। [গান] অবাক কল্পে রাবণ বুড়ো—
যশ্টির বাড়ি সুগ্রীবে মারি
কল্পে যে তার মাথা গুঁড়ো,
অবাক করলে রাবণ বুড়ো ॥
(আহা) অতি মহাতেজা সুগ্রীব রাজা
অঙ্গদেরি চাচা খুড়ো
অবাক কল্পে রাবণ বুড়ো ॥
(আরে) গদা ঘুরাইয়া দিল উড়াইয়া

লক্ষ্মণের ধড়া চুড়ো—

অবাক কল্লের রাবণ বড়ো॥

(ওরে) লক্ষ্মণে মেরে বানর দলে
কল্লের ব্যাটা তাড়াহুড়ো

(ব্যাটা) বৃন্দ বিপদ যুদ্ধে নিপদ
কিন্তু ব্যাটা বেজায় ভুড়ো,
অবাক কল্লের রাবণ বড়ো॥

[লক্ষ্মণকে লইয়া প্রস্থান]

[সমাপ্তায় লক্ষ্মণের শক্তিশৈলাভিষেক কাব্যে শ্বিতীরো সর্গঃ]

তৃতীয় দৃশ্য । রামচন্দ্রের শিবির

রাম। কিছ্র আগে একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছিল—বোধহয় কোথাও যুদ্ধ বেধে থাকবে।

বিভীষণ। তা হবে!

[খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ব্যাঙের বন্ধ সূত্রীর সকাতির প্রবেশ]

বিভীষণ। আরে ও পালওয়ানজি, একি হল—ঘাট্ ঘাট্ ঘাট্। [সকলের উচ্চহাস্য]

রাম। কি হে সূত্রীব, তোমার যে দেখাছি বহরারশেভ লঘু ক্রিয়া হল।

বিভীষণ। আজ্ঞে, বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো—

রাম। যত তেজ বৃদ্ধি তোমার মূখেই।

জাম্বুবান। আজ্ঞে হ্যাঁ, মূখেন মারিতং জগৎ।

রাম। আমি বলি কি তুমি মস্ত যোদ্ধা।

জাম্বুবান। যোদ্ধা বলে যোদ্ধা—ঢাল নেই তলোয়ার নেই খামচা মারেগ্যা।

বিভীষণ। আমি বরাবরই বলে আসছি—

সূত্রীব। দ্যাখ! তোর ঘ্যান্ ঘ্যানানি আমার ভালো লাগে না—

রাম। রাবণের কেন বল এত বাড়াবাড়ি?—

পিপড়ের পাখা উঠে মরিবার তরে।

জোনাকি যেমতি হয়, অগ্নিপানে রুধি

সম্বরে খদ্যোত লীলা—

জাম্বুবান। আজ্ঞে ঠিক কথা

রাঘব বোয়াল যবে লভে অবসর

বিশ্রামের তরে—তখনি তো মাথা তুলি

চ্যাং, পুঁটি যত করে মহা আশ্ফালন।

[বাইরে গোলমাল]

রাম। এত গোলমাল কিসের হে?

সূত্রীব। রাবণ ইদিকে আসছে না ত?

জাম্বুবান ও বিভীষণ। অ্যাঁ—রাবণ আসছে—অ্যাঁ?

বিভীষণ। আমার ছাতাটা কোথায় গেল? ব্যাগটা?

জাম্বুবান। হ্যাঁরে তোর গায়ে জোর আছে? আমায় কাঁধে নিতে পারবি?

[জাম্বুবানের বিভীষণের কাঁধে চাপিবার চেষ্টা ও দুতের প্রবেশ]

দুত। শ্রীমান লক্ষ্মণ আসছেন।

[সকলে আশ্চর্য]

রাম। অত হল্লা করে আসছে কেন? চেঁচাতে বারণ কর।

দুত। আজ্ঞে, তিনি আসছেন ঠিক নয়—তবে হ্যাঁ, এক রকম আসছেনই বটে—মানে, তাঁকে নিয়ে আসছে।

জাম্বুবান। লোকটার কান মলে তাড়িয়ে দাও ত—ব্যাটা হেঁয়ালি পাকাবার আর জায়গা পায়নি!

[লক্ষ্মণকে ধরাধরি করিয়া সকলের প্রবেশ ও গান]

বললেন যাহা জাম্বুবান (সাবাস গণকর হে)

আনুপূর্বিক ঘটল তাহা শুনতে চমৎকার হে।

পড়লেন লক্ষ্মণ শক্তিশেলে (যেন) ঝড়ে কলাগাছ রে—

খাবি খেতে লাগলেন যেন ডাঙায় বোয়াল মাছ রে!

অনেক কষ্টে রৈল বেঁচে—(আহা) কপাল জোরে মৈল না—

(ওরে) স্বর্গ হৈতে কিছ্র তব পুষ্পবৃষ্টি হৈল না!

ভাগ্যে মোরা সবাই সেথা ছিলাম উপস্থিত গো—

তা নৈলে ত ঘটত আজি হিতে বিপরীত গো!

রাম। হায়, হায়, হায়, হায়—হায় কি হল, হায় কি হল, হায় কি হল, হায় হায় হায়—

[মর্ছ]

[বানরগণের মাঝে-মাঝে কলা ভঙ্গ]

বানরগণ। হায়-হায়-হায়-হায়-হায়-হায়, হায়-হায়-হায়-হায়-হায়-হায়, হায় কি হল-হল-হল, হায় কি হল-হল-হল-হল-হল (ইত্যাদি)।

জাম্বুবান। এতগুলো লোক কি সেখানে ঘোড়ার ঘাস কাটাছিল নাকি?

সূত্রীব। হনুমান ব্যাটা কি ক'ছিল?

হনুমান। আমি বাতাস খাচ্ছিলুম।

সূত্রীব। ব্যাটা, তুমি বাতাসা খাওয়ার আর সময় পাও নি?

শোনরে ওরে হনুমান হওরে ব্যাটা সাবধান
 আগে হতে পষ্ট ব'লে রাখি।
 তুই ব্যাটা জানোয়ার নিস্কর্মার অবতার
 কাজে কর্মে দিস বড় ফাঁকি॥
 কাজ কর্ম ছেড়ে ছুড়ে ঘুমোস খালি প'ড়ে প'ড়ে
 অকাতরে নাকে দিয়ে তৈল—
 শোনরে আদেশ মোর এই দশে আজি তোর
 অষ্ট আনা জরিমানা হৈল।

হনুমান। (জনান্তিকে) মোটে আট আনা?

বিভীষণ। তারপর, তোমাদের মৎলব কি স্থির হল?

সুগ্রীব। এইবার সবাই মিলে রাবণ ব্যাটাকে কিছু শিক্ষা দিতে হবে।
 সকলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ! ঠিক কথা! ঠিক কথা!

[জাম্বুবানের নিদ্রা। সকলের গান]

রাবণ ব্যাটায় মারো, সবাই রাবণ ব্যাটায় মারো
 (তার) মাথায় ঢেলে ঘোল (তারে) উল্টো গাধায় তোল
 (তার) কানের কাছে পিটতে থাকো চৌদ্দ হাজার ঢোল॥
 কাজ কি ব্যাটার বেঁচে (তার) চুল দাড়ি গোঁফ চেঁচে
 নসিয়া ঢোকাও নাকে, ব্যাটা মরুক হেঁচে হেঁচে।
 (তার) গালে দাও চুন কালি (তারে) চির্মাটি কাটো খালি
 (তার) চৌদ্দপদরুশ উড়িয়ে দাও পেড়ে গালাগালি।
 (তারে) নাকাল কর আরো যে খেরকম পারো
 রাবণ ব্যাটায় মারো, সবাই রাবণ ব্যাটায় মারো॥

[রামচন্দ্রের মূর্ছভঙ্গ ও গাত্রোথান]

বিভীষণ। এই যে, শ্রীরামচন্দ্র গাত্রোৎপাটন করেছেন!

রাম। তারপরে—ওষুধপত্রের কি ব্যবস্থা কললে?

সকলে। ঐ যা! ওষুধপত্রের ত কিছু ব্যবস্থা হল না?

রাম। মন্ত্রীমশাই গেলেন কোথা?

বিভীষণ। মন্ত্রীমশাই—একটু ঘুমোচ্ছেন।

সুগ্রীব। বাস! তবেই কেলা ফতে করেছেন আর কি!

সকলে। মন্ত্রীমশাই! আরে ও মন্ত্রীমশাই, আহা একবার উঠুন না!

[টেলটেলি ধাক্কাধাক্কি]

বিভীষণ। বাবা! এ যে কুম্ভকর্ণের এক কাটি বাড়া!

জাম্বুবান। (সহসা জাগিয়া) হ্যাঁরে, আমার কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিলি, ব্যাটা বৌল্লক
 বেরসিক, বেআক্কেল, বেয়াদব—হাঁড়িমুখো ভূত!

সকলে। রাগ করবেন না—আহা রাগ করবেন না! কথাটা শুনুন।

[গান]

আজকে মন্ত্রী জাম্বুবানের বৃন্দ্বি কেন খুলছে না?
 সঙ্কটকালে চটপট কেন যুক্তির কথা বলছে না?
 সর্বকর্মে অর্চরম্ভা হর্দম পড়ে নাক ডাকছে—
 উল্টে কিছু বলতে গেলে বিট্কেল বিট্কেল গাল পাড়ছে।
 মরছে লক্ষ্মণ জানছে তবু দেখছে চেয়ে নিশ্চিন্তে
 এম্নি স্বভাব ছিল না তার থাকতাম যখন কিঙ্কশ্বে।
 হ্যাংগাম দেখে হট্লে পরে নিন্দুক লোকে বলবে কি?
 ভেবেই দেখ এম্নি করলে রাজ্যের কার্য চলবে কি?
 মূখ্য মোরা আকেন্দ্র্য একেবারেই বৃন্দ্বি নেহ—
 সঙ্করুক্তি বলতে কারো ঠাকুন্দাদার সাধ্য নেই।
 বলছি মোরা কিছুর নেইকো চট্‌বার কথা এর মধ্যে
 উঠে একবার ব্যবস্থা দেও প্রণাম করি ঠ্যাং পশ্বে॥

হনুমান। (জনান্তিকে) হ্যাঁরে, আমার লেজে পাড়িয়ে দিলি?

রাম। বৃন্দ্বলে হে জাম্বুবান, তুমি কিনা হচ্ছ প্রবীণ লোক—এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তোমার
 খুব অভিজ্ঞতা আছে—

জাম্বুবান। আঞ্জ হ্যাঁ—সে কথা আগে বললেই হত—তা না ব্যাটার খালি ধাক্কাই
 মারছে—‘মন্ত্রীমশাই, আরে ও মন্ত্রীমশাই’—আমি বলি বৃন্দ্বি ডাকাত পড়ল নাকি?

রাম। হ্যাঁ, এইবার একটা কিছু ব্যবস্থা দিয়ে ফেল।

জাম্বুবান। (হনুমানের প্রতি) এই কাগজে প্রেসক্রিপশান লিখে দিচ্ছি, এই ওষুধ-
 গুলো চর্চ করে নিয়ে আসতে হবে।

হনুমান। আচ্ছা, কাল ভোর না হতে উঠে নিয়ে আসব।

জাম্বুবান। না, না, এত দৌর করতে হবে না—এখন যা।

হনুমান। আবার এত রাস্তারে কোথায় যাব? সাপে কাটবে না বাঘে ধরবে।

সুগ্রীব। ব্যাটা, শখের প্রাণ গড়ের মাঠ।

জাম্বুবান। না, ওষুধগুলো এখনই দরকার।

হনুমান। আঃ! হোঁমিওপ্যাথি লাগাও না।

জাম্বুবান। যা বলছি শোন। এই যা গাছের কথা লিখলাম—বিশল্যকরণী মৃত-
 সঞ্জীবনী—এই সব গাছের শেকড় আনতে হবে।

হনুমান। আমি ডাক্তারখানা চিনিনে।

জাম্বুবান। আ মরণ আর কি! এঁকি কলকাতার শহর পেয়েছিঁস নাকি যে, বাথগেট
 কোম্পানি তোর জন্যে দোকান খুলে বসবে? কৈলাস পাহাড়ের কাছে গন্ধমাদন
 পাহাড় আছে জানিস ত?

হনুমান। কৈলেস ডাক্তার আবার কে?

জাম্বুবান। বাস! কানের পটহটা দেখি ভারি সরেস—ব্যাটা, কৈলেস পাহাড় জানিসনে?

হনুমান। ও বাবা! সেই কৈলেস পাহাড়! এত রাত্তিরে আমি অত দূর যেতে পারব না।

জাম্বুবান। যাবিনে কি রে ব্যাটা? জুঁতিয়ে লাল করে দেব। এখুনি যা—দেখিস পথে মেলা দেরি করিসনে।

হনুমান। আমার কান কটকট কচ্ছে—

রাম। আহা, যারে যা, আর গোল করিসনে—নে বকশিশ নে। [কলা প্রদান]

হনুমান। যো হুকুম। [কুর্নিশ করিতে করিতে প্রস্থান]

জাম্বুবান। তারপর রাত্তিরের জন্য সেনাপতি নির্বাচন কর।

রাম। কেন? রাত্তিরে যুদ্ধ করবে নাকি?

জাম্বুবান। তা কেন? একজনকে একটু খবরদারি করতে হবে ত! তা ছাড়া, হয়ত লক্ষ্মণকে নিয়ে যমদূতগুলোর সঙ্গে ঝগড়া হতে পারে।

সকলে। তা ত বটেই! মন্ত্রীমশাই না হলে এমন বুদ্ধি কার হয়?

সুগ্রীব। (স্বগত) হ্যাঁ হ্যাঁ, এইবার ভায়া বিভীষণকে কিঞ্চিৎ ফাঁপরে ফেলতে হচ্ছে—

[গান] আমার বচন শুন বিভীষণ করহ গ্রহণ সেনাপতি পদ

(আহা) সাজ সজ্জা কর, দিব্য অস্ত্র ধর সমরে সম্বর এ মহা বিপদ

(তুমি) বিপদে নির্ভীক বীর্যে অলৌকিক তোমার অধিক কেবা আছে আর

(আহা) জলেতে পাষণ যায় গো ভাসান মর্শকিলে আসান প্রসাদে তোমার—

সকলে। ঠিক কথা—উত্তম কথা।

বিভীষণ। তাই ত! মর্শকিলে ফেললে দেখাছি।

সুগ্রীব। শুন সর্বজনে আজকে এক্ষণে বীর বিভীষণে কর সেনাপতি

(আহা) শ্রীরামের তরে সম্মুখ সমরে যদি যায় মরে কিবা তাহে ক্ষতি?

সকলে। তা ত বটেই—কিছু ক্ষতি নেই।

জাম্বুবান। বেশ ত! তাহলে তাই ঠিক হল—খবরদার। দেখ, ভালো করে পাহারা দিও। কোনো ব্যাটাকে পথ ছাড়বে না—স্বয়ং যম এলেও নয়।—আর দেখ যেন ঘুমিও না। [বিভীষণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

বিভীষণ। ইকী গেরো! ভালো, আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখাছি!

[গান] বিধি মোর ভালে হয় কি লিখিল
আজ রায়ে একি বিপদ ঘটিল।
দুর্মতি সুগ্রীব চির শত্রু মোর
ফেলিল আমারে সঙ্কটেতে ঘোর।
জাম্বুবান ব্যাটা কুবুন্দির ঢেঁকি
তার চক্রে পড়ি নিস্তার না দেখি।
আসে যদি কেহ রাগি ম্বিপ্রহরে—
ঠেকাব কেমনে একাকী তাহারে?
স্বর্গ হতে কহ দেবগণ সবে
আজি এ সঙ্কটে কি উপায় হবে?
যম হস্তে আজি না দেখি নিস্তার
সুযুক্তি তাহার কহ সবিস্তার
শুন দেবাসুর গন্ধর্ব কিন্নর—
মানব দানব রাক্ষস বানর।
শুন সর্বজনে মোর মৃত্যু হলে
শোকসভা ক'রো তোমরা সকলে।

[সমাপ্তোত্তরং লক্ষ্মণের শক্তিশৈলাভিষেকস্য কাব্যস্য তৃতীয়ো সর্গঃ]

চতুর্থ দৃশ্য । শিবর প্রাপ্ত

[বিভীষণের পাহারাদারি—মধ্যে মধ্যে আয়নার মুখাবলোকন ইত্যাদি]

বিভীষণ। জাম্বুবান বলছিলেন, 'দেখো যেন ঘুমিও না'—বাপু, এমন অবস্থায় পড়ে যিনি ঘুম দিতে পারেন, তাকে আমি পাঁচশো টাকা বকশিশ দিতে পারি!

[পদচারণা ও উর্কি-বুর্কি]

তবে এ-পর্যন্ত যখন কোনো দুর্ঘটনা হয়নি—তাতে আমার কিছ, কিছ, ভরসা হচ্ছে—চাই কি, হয়ত বিনা গোলযোগে রাত কাবার হয়ে যেতে পারে।...যাক! একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক—যমের ত ইদিকে আসবার কোনোই গতিক দেখাছি না—আর, আসলেই বা কি? তাকে বাধা দেওয়াটা ত আর বুদ্ধিমানের কার্য হবে না!

[উপবেশন ও অচিরং নিদ্রা। জাম্বুবানের প্রবেশ]

জাম্বুবান। দেখেছ, আধ ঘণ্টা না যেতেই ঘ'ৎ ঘ'ৎ করে নাক ডাকতে আরম্ভ করেছে—ওরে বিভীষণ (খোঁচা দিয়া) ওঠ!

বিভীষণ। (লাফাইয়া উঠিয়া) কেরে! ও—জাম্বুবান যে—তুই বুদ্ধি মনে করিছিলি আমি ঘুমিয়ে পড়েছি? আমি কিন্তু সত্যি করে ঘুমোইনি।

জাম্বুবান। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমায় আর সমঝাতে হবে না। দিবি্য পড়ে নাক ডাকছে—আবার বলে, 'সত্যি করে ঘুমোইনি।'

বিভীষণ। তুই টের পারসনি?—আমি মিট্‌মিট্‌ করে চেয়ে দেখিছিলাম।

জাম্বুবান। না না—মিট্‌মিট্‌ করে দেখলে চলবে না—ভালো করে পাহারা দিতে হবে। [প্রস্থান]

বিভীষণ। ব্যাটা ত ভারি জোচ্ছোর! আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে।

[পুনঃপবেশন ও পুনর্নিদ্রা]

[যমদূতস্বরের প্রবেশ]

প্রথম দূত। হ্যারে, বাড়টা ঠিক চিনে এসেছিস তো?

বর্তীয় দূত। আরে, হাঁরে, হাঁ, এতদিন কাজ করোছি; একটা বাড়ি চিনতে পারব না?
 প্রথম দূত। তোকে কি বাৎলিয়ে দিয়েছিল বল ত?

বর্তীয় দূত। আমাকে বলে দিয়েছে, যে, "সেই ডানদিকের উঠোনওয়াল বাড়িটার বাব।"

প্রথম দূত। ডানদিক ত এই—আর উঠোনকে উঠোন মিলে গেছে, তবে ত ঠিকই এসেছি—

বর্তীয় দূত। হ্যাঁ, চল—মড়াটা খুঁজে দেখি! [অশ্বেষণ করিতে করিতে বিভীষণের পতন]
 বিভীষণ। কেরে! কেরে!

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত। [লাফাইয়া তিন হাত দূরে গিয়া] এটা কি আছে রে! এটা কি আছে রে!

বর্তীয় দূত। ও বাম্পো—এ মান্দুস্ আছে নাকি?

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত। ও বাম্পো—মান্দুস্? জীবন্ত মান্দুস্? [ভয়ে কম্পিত]

বর্তীয় দূত। কৈ রে কিচ্ছ ত বলছে না!

প্রথম দূত। তাহলে বোধহয় কিচ্ছ বলবে না।

বর্তীয় দূত। হ্যাঁ, বেশ অমায়িক চেহারা! ওকে জিজ্ঞেস কর ত?

প্রথম দূত। তুই জিজ্ঞেস কর!

বর্তীয় দূত। তুই জিজ্ঞেস কর না! আমি তোকে ধরে থাকব—

প্রথম দূত। মশাই গো—মশাই—শুনুন মশাই—একটু পথ ছেড়ে দেবেন মশাই?

বর্তীয় দূত। আমরা মশাই—গরীব বেচারার মশাই—

বিভীষণ। (স্বগত) এ ত মজা মন্দ নয়! এরা দেখাছ আমার ভয়ে থরহরি কম্পমান।

প্রথম দূত। চল একটু পাশ কাটিয়ে চলে যাই! [পাশ কাটিয়া যাইবার উদ্যোগ]

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত। ওরে নারে, চোখ রাঙাচ্ছে—

[গান]

দয়াবান গুণবান ভাগ্যবান মশাই গো
 তোমার প্রাণে একটুও কি দয়ামায়া নাই গো।
 তোমার তুল্য খাঁটি বন্ধু আর কাহারে পাই গো?
 তুমি ভরসা নাহি দিলে অন্য কোথা যাই গো!
 এ সময়ে তোমা ভিন্ন কে আছে সহায় গো—
 কার্যোন্মদ্য না হলে ত না দেখি উপায় গো।
 পথ ছেড়ে দাও মদুস্ত কণ্ঠে তোমার গুণ গাই গো
 দয়াবান গুণবান ভাগ্যবান মশাই গো॥

বিভীষণ। ভাগ্ ব্যাটার, নইলে একেবারে প্রহারেন ধনঞ্জয় করে দেব।

[উক্ত দূতের পলায়ন ও পুনঃপ্রবেশ]

প্রথম দূত। হ্যাঁরে, পালাচ্ছিস কোথা? খালি হাতে গেলে যমরাজ্য কাউকে আস্ত রাখবেন না।

বর্তীয় দূত। তাই ত! তাই ত! এ ত ভারি মদুশকিল হল—কি করা যায় বল দেখি?

প্রথম দূত। আয় না, আমরাও ব্যাটার সঙ্গে লড়াই করি গিয়ে।

বর্তীয় দূত। [গান] যখন পরাজয় খলু অনিবার্য

তখন যদুন্ধ কি বদুন্ধর কার্য?

প্রথম দূত। তবে তো মদুশকিল উপায় কি হবে?

সাধ করে কেবল প্রাণটা হারাবে?

বর্তীয় দূত। আমিও তাই বলি লড়ায়ে কাজ নাই—

কাজেতে ইস্তফা এখনি দাও ভাই!

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত। হায় কি ঘটিল হায় কি ঘটিল

এমন সাধের চাকুরি ঘুচিল!

বিভীষণ। ব্যাটার রাত দুপদুরে গান জুড়েছিস—চাবুকিয়ে রোগা করে দেব।

[দূতের প্রস্থানোদ্যত ও স্বারদেশে যমসহ সাক্ষাৎ]

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত। দোহাই মহারাজ, দোহাই যমরাজ্য, আমাদের কিচ্ছ দোষ নেই—
 ওই এক ব্যাটা আমাদের পথ ছাড়াচ্ছে না।

[যমের প্রবেশ]

বিভীষণ। এই মাটি করেছে—এখন উপায়? আটকাতে গেলে যম মারবে, না আটকালে
 রাম মারবে। উভয় সঙ্কট! যা থাকে কপালে, ব্যাটাকে পথ ছাড়ব না। (সদর্পে)
 তবে রে ব্যাটা—আমায় চিনিসনে? আমি থাকতে তুই ঢুকবি?

[যমের অগ্রসর হওয়া]

দ্বিতীয় দূত। ওরে এবার লড়াই বাধবে—

প্রথম দূত। হ্যাঁরে ভারি মজা দেখা যাবে—

দ্বিতীয় দূত। (বিভীষণের) পালা, পালা—এই বেলা পালা—

প্রথম দূত। হ্যাঁ, ঐ যে অস্তর দেখছ ওর একটি ঘা খেলেই সদ্য কেষ্ট প্রাপ্ত হবে।

বিভীষণ। তুই কে রে ব্যাটা মরতে এসেছিস?

ম।

কালরূপী মৃত্যু আমি যম নাম ধরি—
 সর্বগ্রাসী সর্বভুক সকল সংহারি॥
 সর্বকালে সম্ভাব সকলের প্রতি,
 গ্রিভুবনে সর্বস্থানে অব্যাহত গতি॥
 অন্তিমতে দেখা দেই কৃতান্তের বেশে—
 মোর সাথে পরিচয় জীবনের শেষে॥
 সংসারের মহাবাহা ফুরায় যেমন—
 প্রান্তজনে শান্তি দেই আমিই শমন॥

হনুমান। জয় রামের জয়!

প্রথম দূত। ও কিরে!

স্বিতীয় দূত। ঐ যা! চাপা পড়ে গেল!

প্রথম দূত। তাই ত রে, চাপা পড়ল যে!

স্বিতীয় দূত। (সুকাতির) হ্যাঁরে আমার মাইনে কে দেবে?

প্রথম দূত। তাই ত! আমারও যে পাওনা আছে।

প্রথম ও স্বিতীয় দূত। ওগো, আমাদের কি হল গো—ওগো, আমরা যে ধনেপ্রাণে
মল্লম গো—(হনুমানের প্রতি) পালোয়ান মশাই গো—সর্বনাশ কললেন গো—হায়,
আমাদের কি হল গো—

প্রথম দূত। ওরে যম ব্যাটা যে দিল ফাঁকি

স্বিতীয় দূত। মোদের তেরো আনা মাইনে বাকি

প্রথম দূত। আহা দেখ্ না ব্যাটা হল নাকি?

স্বিতীয় দূত। ওর চূলে ধরে দে না ঝাঁকি।

প্রথম দূত। এই বিপদকালে কারে ডাকি

হায় হায় যম ব্যাটা যে দিল ফাঁকি।—আঁক্

[হনুমান কর্তৃক দূতস্বরের গলা পাকড়ানো]

হনুমান। ভাগ! ভাগ!—ব্যাটারা গান ধরেছে যেন কুকুরের লড়াই বেধেছে।

[দূতস্বরের প্রস্থান]

বিভীষণ। এবার সকলকে ডেকে নিয়ে আস—

[হনুমানের প্রস্থান। লক্ষ্মণকে ধরাধরি করিয়া সকলের প্রবেশ]

সকলে। ওটা কিরে? ওটা কিরে?

হনুমান। আজে, উপরেরটা গন্ধমাদন পাহাড়।

জাম্বুবান। ব্যাটা গোমুখ্য কোথাকার, পাহাড়সদৃশ নিয়ে এসেছিঁস?

হনুমান। আজে, গাছ চিনিনে।—আর ঐ নিচেরটা যমরাজ।

সকলে। আরে, আরে করেছিঁস কিরে ব্যাটা? করেছিঁস কি?

জাম্বুবান। থাক, ওমনি থাক। আগে লক্ষ্মণের একটা কিছ্ গতিক করে নি, তারপর
দেখা যাবে—

[ঔষধান্বেষণ—ঔষধ প্রয়োগে লক্ষ্মণের চেতনা লাভ]

সকলে। বা, বা! কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ! কি সাফাই ওষুধ রে!

হনুমান। হাজার হোক—স্বদেশী ওষুধ ত!

সকলে। তাই বল! স্বদেশী না হলে কি এমন হয়?

জাম্বুবান। হ্যাঁ, এইবার যমকে ছেড়ে দাও।

[পাহাড় সরাইয়া যমকে য়ুক্তিদান]

যম। (চোখ রগড়াইয়া লক্ষ্মণের প্রতি) সেকি! আপনি তবে বেঁচে আছেন?

লক্ষ্মণ। তা না ত কি? তুমি জ্যান্ত মানুষ নিয়ে কারবার আরম্ভ করলে কবে থেকে?

যম। আজে, চিত্রগুপ্ত ব্যাটা আমায় ভুল বুদ্ধি দিয়েছিল। আমি এখনি গিয়ে
ব্যাটার চাকরি ঘুটোছি—

[প্রস্থান]

লক্ষ্মণ। হনুমান ব্যাটা বুদ্ধি ওকে চাপা দিয়েছিল—ব্যাটার বুদ্ধি দেখ।

হনুমান। তা বুদ্ধি থাকুক আর নাই থাকুক—ওষুধ এনে বাহাদুরিটা নিয়েছি ত।

বিভীষণ। আমি পাহারা না দিলে ওষুধ কি হত রে—ওষুধ আনতে আনতে যমের
বাড়ি পর্যন্ত পেঁছে যেত। আমারই ত বাহাদুরি।

সুগ্রীব। অর্থাৎ কিনা আমার বাহাদুরি—আমি বললুম তবে ত বিভীষণ পাহারা
দিল—আর বিভীষণ পাহারা দিল বলেই ত যমদূতগুলো আটকা পড়ল।

জাম্বুবান। আরে ব্যাটা ওষুধের ব্যবস্থা কলল কে? তোদের বুদ্ধি সে সময় উড়ে
গেছিল কোথায়?

রাম। হ্যাঁ, সেটা ঠিক—কিন্তু আমি যুক্তির কথা না জিজ্ঞেস করলে তুমি হয়ত এখনো
পড়ে নাক ডাকাতে!

লক্ষ্মণ। আর আমি যদি শক্তিশেল খেয়ে না পড়তাম ত এত সব কাণ্ডকারখানা কিছ্ হই
হত না—আর তোমরাও বিদ্যে জাহির করতে পারতে না।

জাম্বুবান। যাক, এখন মেলা রাত হয়ে গেছে, তোমরা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক
নিদ্রার চেষ্টা দেখ; তোমাদের মাথা ঠান্ডা হবে আর আমিও একটু ঘুটুয়ে বাঁচব।

হনুমান। আমায় কিছ্ বর্কাশ দেবে না?

বিভীষণ। হ্যাঁ, ওকে চারটি বাতাসা দিয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ করে দাও।

প্রথম। আমার কথাটি ফুরোলো

স্বিতীয়। নটে গাছটি মড়োলো।

তৃতীয়। ক্যান্ রে নটে মড়োলি

চতুর্থ। বেশ করেছিঁ—তোর তাতে কিরে ব্যাটা।

সকলে। ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

[ইতি সমাপ্ত্যং লক্ষ্মণের শক্তিশেলাভিধেরস্য কাব্যস্য চতুর্থ সর্গঃ]